

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

336476 - খাবারে যে পোকামাকড় পড়ে সেগুলোর বধিান

প্রশ্ন

কিছু কিছু পিঁপড়া জুস তরীর পাউডারে প্রবশে করে। আমার মনে হয়, সেগুলো মরে গেছে। যদি পিঁপড়া, মাছি বা মশার মত পোকামাকড় খাবার বা পানীয়তে পড়ে কথিবা প্রবশে করে; মৃত হোক কথিবা জীবতি— আমরা কি এ খাবার খতে পারি বা পান করতে পারি? নাকি খাওয়া বা পান করার আগে এ পোকোগুলো উঠিয়ে ফলেতে হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

শরিয়ত খারাপ জনিসিকে হারাম করেছে।

আল্লাহতাআলা বলেন: “(এরা তো তারাই) যারা সেই রাসূল ও নরিক্ষর নবীর অনুসরণ করে যার কথা তারা তাদের তাওরাত ও ইনজীলে লখিতি পাচ্ছে। তিনি তাদেরকে ভালকাজ করার আদেশে দনে ও মন্দকাজ করতে নষিধে করেনে, তাদের জন্য ভাল জনিসিকে বধৈ ও খারাপ জনিসিকে অবধৈ ঘোষণা করেনে।” [সূরা আরাফ, আয়াত: ১৫৭]

ওহী নাযলিরে সময়কার আরবরো পোকামাকড় খাওয়াকে খারাপ বিচেনা করত; এ কুরআনের মাধ্যমে প্রথমতঃ যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে।

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন:

“আল্লাহতাআলার বাণী: ‘তোমাদের জন্য (খাওয়া) নষিধ করা হয়েছে: মৃত প্রাণী, রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহব্যতীত অন্যরে নামে জবাইকৃত প্রাণী’। [সূরা মায়দি, আয়াত: ৩] এই বাইরে আরবরা যা কিছুকে ভাল বিচেনা করত সটো হালাল। যহেতে আল্লাহতাআলা বলেন: ‘তাদের জন্য ভাল জনিসিকে বধৈ করেনে’। অর্থাৎ দলিলে হালালকৃত জনিসি ব্যতীত আর যা কিছুকে তারা ভাল বিচেনা করে। যহেতে অন্য আয়াতে এসছে: লোকরো আপনার কাছে জানতে চায় কি কি তাদের জন্য হালাল

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

করা হয়েছে। বলুন, তোমাদের জন্য যাবতীয় ভাল জনিসি হালাল করা হয়েছে।’ [সূরা মায়াদি, আয়াত: ৪] যদি এখানে দলিল দ্বারা যা কিছু হালাল সাব্যস্ত সগেলো উদ্দেশ্য হত তাহলে এটি তাদের প্রশ্নের জবাব হিসেবে যথাযথ হত না।

আর আরবরা যটোক খারাপ বিবেচনা করত সটো হারাম। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলছেন: “খারাপ জনিসিকে অবধৈ ঘোষণা করনে।” [সূরা মায়াদি, আয়াত: ৪]।

যাদের ভাল বিবেচনা ও খারাপ বিবেচনা ধর্তব্য তারা হচ্ছনে: হজিয়ারে শহরে বসবাসকারীগণ। কারণ তাদের উপরই কতিব নাযলি হয়েছে এবং নাযলিকৃত কতিব দ্বারা ও সুন্নাহ দ্বারা তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাই কতিব-সুন্নাহর শব্দমালার ব্যবহার জানার ক্ষেত্রে তাদের প্রথাগত ব্যবহার রফোরনেসযোগ্য; অন্যদের ব্যবহার নয়। এক্ষেত্রে মরুবাসীরা ধর্তব্য নয়; যহেতে তারা জরুরী অবস্থা ও ক্শুধার কারণে যা পায় তাই খায়...।

এটি যখন সাব্যস্ত হল সুতরাং পোকামাকড় খারাপ জনিসিরে অন্তর্ভুক্ত; যমেন- কীট, গুবরে পোকা, তলোপোকা, ইঁদুর, গরিগটি, তক্ষক, টকিটকি, গছে ইঁদুর, বচিছু, সাপ ইত্যাদি খারাপ জনিসি হিসেবে গণ্য।

এটি ইমাম আবু হানফি ও ইমাম শাফয়েরি অভিমত...”। [আল-মুগনী (১৩/৩১৬-৩১৭) সমাপ্ত]

এটি অধিকাংশ মাযহাবেরে অভিমত।

ইবনু হুবাইরা (রহঃ) বলেন: “তারা (আলমেগণ) এই মরমে একমত যে, জমনিরে পোকামাকড় হারাম; তবে ইমাম মালকে ছাড়া। এক বর্ণনা মতে, তিনি এগুলোকে মাকরুহ বলেন, আর অপর বর্ণনামতে বলেন: হারাম।” [ইখতলিফুল আয়মিমাতলি উলামা (২/৩৩৫) থেকে সমাপ্ত]

আর বশে জানার জন্য পড়ুন 21901 নং প্রশ্নোত্তর।

দুই:

পূর্বোক্ত আলোচনার আলোকে খাবার থেকে এসব পোকামাকড় আলাদা করা ও দূরীভূত করা আপনাদের উপর আবশ্যিক— এসব পোকামাকড় খারাপ হওয়ার কারণে। এ কথা সক্ষেত্রে প্রযোজ্য যদি পোকাগুলো দূর করা সাধ্যগ্রাহ্য হয়; এতে কঠনি কষ্ট না হয়— পোকাগুলো দেখা যাওয়ার থাকার কারণে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যদি কোন মাছ তোমাদের

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

কারণে পানীয়ত পড়ে সে যেনে মাছটিকি এর ভতেরে ডুবিয়ে দিয়ে; অতঃপর উঠিয়ে ফলে দিয়ে। কারণ মাছরি এক ডানায় রয়েছে রোগ; অন্য ডানায় রয়েছে নরিময়ক। [সহহি বুখারী (৩৩২০)]

কিন্তু এ পোকোগুলো যদি নিতিন্ত অল্প ও এত ছোট হয় যে, সেগুলো খুঁজে পাওয়া কঠনি সক্ষেত্রে তা ক্ষমারহ। কনেনা শরয়ির উদ্দেশ্য কাঠনি ও কষ্ট লাঘব করা।

আল্লাহতাআলা বলেন: “আল্লাহতামাদেরে জন্য সহজ করতে চান; তিনি তামাদেরে জন্য কঠনি করতে চান না।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৫]

আল্লাহতাআলা বলেন: “আল্লাহ তামাদেরে উপর জটলিতা আরোপ করতে চান না।” [সূরা মায়াদি, আয়াত: ৬]

আল-মরিদাওয়ী (রহঃ) বলেন:

“শাইখ তাক্বী উদ্দনি নরিবাচন করছেন: তুচ্ছ পরিমাণ নাপাকি সাধারণভাবে সবক্ষেত্রে ক্ষমারহ; খাবারেরে ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে; এমনকি হুঁদুরেরে বষ্টি। তিনি ‘আল-ফুরু’ গ্রন্থে বলেন: অর্থাৎ এটাই ছড়াকারেরে নরিবাচতি অভিমিত। আমি বলব: ‘মাজমাউল বাহরাইন’ গ্রন্থে বলেন: আমি বলব: অধিক যুক্তযুক্ত হল পোশাকপরচ্ছিদ ও খাবারদাবারেরে ক্ষেত্রে তা ক্ষমারহ হওয়া— এর কাঠনি অধিক হওয়ার কারণে। কনেন আকলবান ব্যক্তি এই সমস্যার সার্বকিতাকে অস্বীকার করতে পারনে না। বিশেষতঃ খাদ্যশস্য ভাঙার কল, চনি ও তলেরে কলে। হুঁদুরেরে উচ্ছষ্টি, মাছরি রক্ত ও মল থেকে বঁচে থাকার চয়ে এটি থেকে বঁচে থাকা অধিক কঠনি। মাযহাবেরে অনকে আলমে এটি পবতির হওয়ার মতকে নরিবাচন করছেন।” [আল-ইনসাফ (২/৩৩৪-৩৩৫) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।